মানববন্ধনে অভিভাবকরা

নতুন শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীরা মৌলিক কিছু শিখছে না

রাজধানীর ভিকারুননিসা নুন স্কুলের সামনে অভিভাবকদের মানববন্ধন। ছবি ফোকাস বাংলা

সমকাল প্রতিবেদক

প্রকাশ: ১০ জুন ২০২৪ | ২০:১৮ | আপডেট: ১০ জুন ২০২৪ | ২০:১৯

নতুন শিক্ষাক্রমকে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মেধা ও নৈতিকতা ধ্বংসকারী হিসেবে উল্লেখ করে তা বাতিলের দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা। তারা বলেছেন, নতুন শিক্ষা কারিকুলাম চালুর পর শিশু শিক্ষার্থীরা ডিভাইস নির্ভর হয়ে পড়েছে। তারা মৌলিক কিছু শিখছে না।

আজ সোমবার রাজধানীর খ্যাতনামা ‘ভিকারুননিসা নুন স্কুলের সামনে শিক্ষাক্রম-২০২১ বাতিল, সন্তানদের সার্বিক শিক্ষা জীবন নিয়ে উদ্বিগ্ন অভিভাবকদের নামে মিথ্যা মামলা ও হয়রানির প্রতিবাদে’ আয়োজিত মানববন্ধনে এ দাবি জানিয়েছেন অভিভাবকরা।

UNIBOTS

মানববন্ধনে খালেদা বেগম নামে এক অভিভাবক বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম অ্যাসাইনেমন্ট নির্ভর। একাজে সুনির্দিষ্ট কোনো গাইডলাইন নেই। যে যার মতো রাত জেগে ডিভাইস ব্যবহারে গুগল সার্চ করে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করছে।

রুপা আহমেদ নামে আরেক অভিভাবক বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম যুগোপযোগী করা সময়ের দাবি। আমরা এখন কৃষি নির্ভর। আমরা ইংল্যান্ডের মতো না। লন্ডন হয়ে যায়নি ঢাকা। অথচ আমাদের বাচ্চারা মধ্যরাত পর্যন্ত অ্যান্ড্রয়েড মোবাইল নিয়ে পড়ে থাকছে। সেই ছোটবেলায় গণিতের সূত্রগুলো আমাদের এখনো মুখস্থ। কিন্তু আমাদের বাচ্চাদের সেই গণিতের বেসিক সূত্র সম্পর্কে কোনো ধারণা নেই। আমরা ধোঁয়াশার মধ্যে আছি। আসলে বাচ্চারা কী শিখবে সেটার সঠিক যুগোপযোগী গাইডলাইন দরকার।

সপ্তম শ্রেণিতে অধ্যয়নরত এক শিক্ষার্থীর মা আফসানা পারভীন বলেন, নতুন শিক্ষাক্রম সম্পর্কে আমাদের কোনো পূর্ব ধারণা নেই। মাউশি কোনো গাইডলাইন দেয়নি। আমার বাচ্চা ষষ্ঠ থেকে সপ্তম শ্রেণিতে উঠলো। আমি চেষ্টা করেছি মৌলিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যেটার কোনো বালাই নেই নতুন কারিকুলামে। মৌলিক শিক্ষা থেকে শিক্ষার্থীরা সরে গেছে বিষয়টা এরকম নয়, তবে কারিকুলামে তাদেরকে এ ধরনের কোনো শিক্ষাই দেওয়া হচ্ছে না। তাহলে বাচ্চাটা কি শিখছে? অবিলম্বে নতুন শিক্ষাক্রম বাতিল করে সংযোজন-বিয়োজন করে যুগোপযোগী করার দাবি জানান তিনি।

আরেক নারী অভিভাবক বলেন, নতুন শিক্ষা কারিকুলাম চালুর পর আমার বাচ্চা ডিভাইস নির্ভর হয়ে পড়েছে। নতুন অ্যাসাইনমেন্ট করার নামে সে মোবাইল ব্যবহার করছে গেম খেলছে, লাভ রিলেশনে জড়াচ্ছে। এর দায়ভার কে নেবে? তিনি বলেন, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট করানো হচ্ছে। আমার মেয়ে ক্লাস সেভেনে স্কুলে পড়ে। তাকে ছয় দফার উপরে অ্যাসাইনমেন্ট করতে বলা হয়েছে। কীভাবে করবে কোনো গাইডলাইন নাই। তিনি বলেন, যে বই দেওয়া হচ্ছে তা অত্যন্ত মানহীন। অভিভাবকরা ভীত-সন্ত্রস্ত্র। চার মূলনীতির প্রধান শিক্ষাকে নিয়ে আজ কথা বলতে ভয় হয়।

নারী মুক্তি কেন্দ্রের সভাপতি সীমা দত্ত বলেন, আমরা কোনো রাজনৈতিক দলের কর্মী হিসেবে এখানে আসিনি। আমরা আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যতের কথা ভেবে এখানে এসেছি। নতুন শিক্ষাক্রম চালু করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার ব্যয় অভিভাবকদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাকারিকুলামে বিজ্ঞান ও অঙ্কের গুরুত্ব কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। নতুন শিক্ষাকারিকুলাম অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের যা শেখানো হচ্ছে তা অভিভাবকদের বোধগম্য নয়।

মানববন্ধনে বিভিন্ন দাবি সম্বলিত ব্যানার-প্ল্যাকার্ড নিয়ে অংশ নেন অভিভাবকরা। তাতে লেখা ছিল ‘শিক্ষা নিয়ে পুতুল খেলা চলবে না’, ‘আমাদের শিশুরা পুতুল না’, ‘রাষ্ট্রে শিক্ষা ব্যবস্থা দেশ-বিদেশি এজেন্সি দাস হতে পারে না’, ‘শিক্ষা পুতুল খেলা না, আমাদের বাচ্চারা পুতুল নয়’ , ‘রাত জেগে অ্যাসাইনমেন্ট নাকি ডিভাইসে আসক্তি?’, ‘আমরা সন্তানদের শিক্ষা ধ্বংস চক্রান্ত রাখবো’, ‘ভুলে ভরা পাঠ্যপুস্তক থেকে শিক্ষার্থীরা কী শিখবে?’ ‘প্রজেক্ট অ্যাসাইনমেন্টের নামে শিক্ষা ব্যয় বাড়ছে।’